Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 67
July-Sept. 2021

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার
The Rights of Non-Muslims in Islamic State

Md. Musa*

ABSTRACT

Among various rights guaranteed to non-Muslims, the religious right is a very crucial and important issue. It is one of the remarkably talked factors by which the anti-Islamic sects spread false propaganda against Islam and Muslims. The present article, by referring to Quran-Sunnah and expounding the rulings of Islam and the practical examples thereto has discussed the religious rights of non-Muslims in the Islamic state. In producing the article, the descriptive and analytical methods have been adopted. It has been proved from this research work that Islam, along with the rights of women, children, workers, the destitute, the passer-by, the orphans and the poor, has also guaranteed the due rights to the non-Muslims. Throughout the history the said rights had been duly enforced in various Muslim states. The underlying reason for this impeccable management of Islam is that Islam is not the name of a man-made religion or way of life. Rather its originator is the Allah, the Sustainer of the Whole universe Himself who never stands bias.

Keywords: Shariah; Islamic State; non-Muslim Citizen; Religious Rights.

সারসংক্ষেপ

অমুসলিমদের নানাবিধ অধিকারের মাঝে 'ধর্মীয় অধিকার' খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর একটি বিষয়। যেসব ইস্যু নিয়ে ইসলামবিদ্বেষী মহল ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার অপপ্রয়াস চালায় অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের বিষয়টি তন্মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা, ইসলামের বিধি-বিধান ও প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে নারী, শিশু, শ্রমিক, অসহায়, দুস্থ, পথচারী, ইয়াতিম,

* Md. Musa is an M.Phil researcher, Department of Islamic Studies, Jagannatth University, Dhaka. email: mdmusa1494@gmail.com

মিসকীনসহ অন্য সকলের অধিকারের পাশাপাশি অমুসলিমদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইতিহাস পরিক্রমায় যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে সে ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। ইসলামের পক্ষে এ অনবদ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে ইসলাম কোনো মানবরচিত ধর্ম বা জীবনাদর্শের নাম নয়। বরং এর প্রণেতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আর আল্লাহ তাআলা কোনোভাবেই কোনো প্রকার পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নন।

মূল শব্দঃ শরী'আহ, ইসলামী রাষ্ট্র, অমুসলিম নাগরিক, ধর্মীয় অধিকার।

ভূমিকা

আদম সন্তান হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষ একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সৃষ্ট সকল সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মানবজাতির দায়িত্ব ছিলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান তথা ইসলাম অনুযায়ী পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা। কুরআন মাজিদে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না (Al-Qurān 2:30)।

কিন্তু মানবতার আদিম শত্রু শয়তানের ধোঁকা ও চক্রান্তে পড়ে বিশ্বমানবতা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে ভ্রান্ত পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ফলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে নানরূপ ধর্ম, মতবাদ ও জীবনদর্শন। তাই বিশ্বমানবতাকে সঠিক ও চূড়ান্ত পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং একমাত্র ও চূড়ান্ত জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে 'ইসলাম'কে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন' (Al-Qurān 3:19)।

ইসলাম স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মনোনীত ধর্মাদর্শ বলে শুধু ইসলামের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে সকল মানুষ তো বটেই, সকল প্রকার মাখলুকেরও অধিকার সুনিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে : ইসলাম কি তবে বিধর্মীদের অধিকারও সুনিশ্চিত করে এবং তাদেরকে ইসলামী ভূখণ্ডে বা মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে পালন করার সুযোগ প্রদান করে? এর একমাত্র জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ, অবশ্যই! ইসলামী রাষ্ট্রে বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ইসলাম অমুসলিমদেরকে শুধু জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাদেরকে দিয়েছে তাদের ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার এবং নিরাপত্তা।

ইসলামী শরী'আহ ধর্মের যে-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে তার অর্থ হলো ধর্মীয় গোঁড়ামির বিনাশ এবং যে-সকল দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানে মুসলিমদের অধিকারের সুরক্ষা। বিপরীতে মুসলিম উম্মাহ ধর্মীয় বিধানাবলি চর্চার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অধিকারের সুরক্ষা দেবে। এটা এমন স্বাধীনতা, যাতে মুসলমানদের সম্ভ্রম ও লজ্জায় আঁচড় লাগবে না এবং সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না। ইসলামী শরী'আহ মানুষ থেকে স্বাধীন সংকল্প কামনা করে, যাতে সে স্পষ্টভাবে জানে, কোন পথ সে বেছে নেবে। আল্লাহ তাআলার নিম্নবর্ণিত বাণীতে এ অর্থই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্যপথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়েছে (Al-Qurān 2:256)।

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

তোমার প্রতিপালক চাইলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? (Al-Qurān 10:99)

সাহিত্য পর্যালোচনা এবং বক্ষ্যমাণ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা

ইসলামী রাষ্ট্রে (ইসলামের আলোকে) অমুসলিমদেরকে দেয়া ধর্মীয় অধিকারসমূহের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম দিকটি ফুটে ওঠে। ইতঃপূর্বে এ বিষয়ের উপরে সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণাকার্য সম্পাদিত হয়নি বলা চলে। যতটুকু হয়েছে তাও ইসলামে বা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সামষ্টিক অধিকারের উপর লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তক বা প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত অধ্যায় বা সাবটাইটেল আকারে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- প্রাচীন কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর কিতাবুল খারাজে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে এ বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ফিকহি কিতাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মাসায়েলসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে গবেষণাগুলোর মধ্যে ড. আহমদ আলী রচিত 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' বইয়ে 'অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ' অধ্যায়ে কতিপয় উপ-শিরোনামে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত *ইসলামী আইন ও বিচার* পত্রিকায় ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান রচিত 'ইসলামে সার্বজনীন মানবাধিকার : প্রেক্ষিত অমুসলিম অধিকার' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করা হয়েছ। একই লেখকের আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার* জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার ও ইসলামী শরীয়াত' শিরোনামে। এছাড়াও *ইসলামী আইন ও বিচার* পত্রিকার ৩৫ তম সংখ্যায় ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন রচিত 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বরূপ' শিরোনামে এ বিষয়ে আরেকটি গবেষণা

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এতে গবেষক খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে সংখ্যালঘুদের প্রাপ্ত অধিকারের বর্ণনা দিয়েছেন; ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের প্রাপ্ত অধিকার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার* এপ্রিল-জুন ২০১৮ সংখ্যায় মো. শাহাদাতুল্লাহ কর্তৃক রচিত 'ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা, শরীয়তের নির্দেশনা এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪ সংখ্যায় 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা : প্রেক্ষিত ইসলামী শরীয়ত' শীর্ষক প্রবন্ধে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' কোটেশনে আলোচ্য বিষয়ে যৎ-সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। মাওলানা তাকী উসমানী মক্কা নগরীতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন, যা অনূদিত আকারে মাকতাবাতুল হেরা কর্তৃক 'অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা' শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার' শিরোনামে মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী রচিত একটি চমৎকার পুস্তক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার। ইংরেজিতে এ বিষয়ক গবেষণার মধ্যে Dr. Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Seoudi কর্তৃক রচিত Rights of non-Muslims in the Muslim Society এবং Hwa Yung রচিত Religious Freedom and Muslim States অন্যতম।

উপর্যুক্ত সাহিত্যকর্মসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে অমুসলিমদের বা সংখ্যালঘুদের সামগ্রিক অধিকার অথবা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নানাবিধ অধিকার নিয়ে বিভিন্ন রূপ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের স্বরূপ বা প্রকৃতি কেমন হবে– এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণাকার্য সম্পাদিত হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি।

ধর্মীয় অধিকারের পরিচয়

ধর্ম কী? ধর্মীয় অধিকারের পরিচয় তুলে ধরার পূর্বে ধর্ম কী এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেয়া জরুরী মনে করি। সংস্কৃত ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তি ধৃ (ধারণ) ধাতু থেকে। যার অর্থ ধারণ করা। সহজভাবে এর পরিচয় সম্পর্কে এভাবে বলা যায়, যা ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃংঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। গাজী শামছুর রহমান ধর্মের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন, "ধর্ম কী এ বিষয়ে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে একথা মনে করা হয় যে, ব্যক্তিগতভাবে যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে ধারণ করে মানুষ কোনো আচার মেনে চলে বা বর্জন করে এবং তাকে ধর্ম মনে করে সেটাই তার ধর্ম" (Rahmān 1994, 55)।

ধর্মীয় অধিকারের বিষয়টি মূলত পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিকটেই একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত। সাধারণভাবে ধর্মীয় অধিকার বলতে

স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকারকেই বোঝানো হয়। ধর্মীয় অধিকারের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে Thomas F. Farr তাঁর What in the World is Religious Freedom? প্রবন্ধে লিখেছেন, "It is the equal right of all human beings and all religious communities to the Free exercise of religion". খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যায়, মানুষের ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সমূহের অধিকার ইনসাফপূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করাকেই ধর্মীয় অধিকার বলে।

গুরুত্ব

ধর্ম মানুষের আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ধর্মীয় অধিকারের অনুভূতি মানবহৃদয়ে প্রবলভাবে কার্যকর। শুধু তাই নয় বরং তা ক্ষেত্রবিশেষ ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট মৌলিক অধিকারের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় অধিকারের বিষয়টি মানুষের নিকট স্পর্শকাতর বলেই ধর্মের জন্য মানুষ নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে না। ধর্মীয় অধিকারের গুরুত্ব মানুষের নিকট সর্বাধিক। তাই এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের এ অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এর অপব্যবহার করে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আর এজন্যই এ বিষয়ক অধিকার সকল নাগরিকের জন্য সুনিশ্চিত করা প্রতিটি রাষ্ট্র প্রধানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই আমাদের সংবিধানসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবিধানে ধর্মীয় অধিকারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ধর্মীয় অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করেই বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

(১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন ও প্রচারের অধিকার রয়েছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।

(২) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

ক্ষেত্র ও পরিধি

ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকই কোনো-না-কোনোভাবে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষ করে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। তাই তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামে ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু সাধারণভাবে সকল ধর্মের বিবেচনায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখ করতে গিয়ে গাজী শামছুর রহমান বিষয়টিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

ক. ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা।

খ. একা বা অন্যের সঙ্গে সম্প্রায়ভুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার জন্য

- ধর্ম শিক্ষা দানের অধিকার,
- ধর্ম অনুশীলনের অধিকার,
- ধর্ম অনুষ্ঠানের অধিকার
- ও ধর্ম পালনের অধিকার (Rahmān 1994, 380)।

মূলত এ অধিকারগুলো নিয়েই অর্থাৎ ধর্ম পরিবর্তন করার স্বাধীনতা এবং ধর্মশিক্ষা, অনুশীলন, অনুষ্ঠান ও পালনের অধিকারসমূহ নিয়েই ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃত। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দৃষ্টিতে ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের মাঝেই সীমাবদ্ধ।

আলোচ্য প্রবন্ধে অমুসলিম বলতে যারা উদ্দেশ্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে ইসলাম ও মুসলিমদের নিকটতম সর্বাধিক সংখ্যক অমুসলিম প্রতিবেশী ছিলো আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টান। তাই বিভিন্ন চুক্তি, ঘটনা, বক্তব্য, যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ঘোষণা, ঐতিহাসিক দলিলপত্র ইত্যাদি উল্লেখের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে আহলে কিতাবদের বিষয়টি সামনে এলেও পরোক্ষভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখসহ সকল বিধর্মীই আলোচ্য প্রবন্ধের 'অমুসলিম' সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে অমুসলিমদের সামগ্রিক অধিকার

ইসলাম সাম্প্রদায়িকতা, দলীয়করণ ও পক্ষাবলম্বনে বিশ্বাস করে না। ইনসাফ, সাম্য, স্বাধীনতা, সামাজিক শান্তি ও সমগ্র মানুষের সঙ্গে সদয় আচরণের ধর্ম ইসলাম। ইসলামী শরীআহ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য উম্মাহকে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আমরা তা অনুধাবন করতে পারি কুরআনের নিম্নবর্ণিত বাণী থেকে-

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না (Al-Qurān 60:8)।

ইসলাম শুরু থেকেই অমুসলিম (যিম্মী)-দের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। মানবজীবনের মৌলিক বিষয়গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং মানবসন্তান হিসেবে। জীবনের নিরাপত্তার স্বরূপ তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

মানুষহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল; আর কেউ কারো জীবন রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করল (Al-Qurān 5:32)।

রাসূলে কারীম স. যিম্মীদের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا-

যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার ঘ্রাণ পাওয় যায় চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও (Al-Bukhārī 1422 H., 3166)।

সাইয়িদুনা আলী রা. যিম্মীদের জীবনের নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন,

إِنَّمَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ؛ لِتَكُونَ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا، وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا.

অমুসলিমরা আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, যাতে তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের অনুরূপ এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের অনুরূপ নিরাপদ হয় (Al-Kāsānī 1986, 111)।

রাসূলে কারীম ﷺ অমুসলিমদের সামগ্রিক অধিকারের ব্যাপারে বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করলো কিংবা তার অধিকার খর্ব করলো বা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দিলো অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোনোকিছু তার কাছ থেকে আদায় করে নিলো, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদ করবো (Abū Dā'ūd 275 H., 3052)।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে,

كان آخر ما تكلم به النبي ﷺ أن قال: احفظوني في ذمتي.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জীবনের শেষ লগ্নে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে, "অমুসলিম প্রজাদেরকে আমার দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখো" (Sāī'īd Sābīk 1977, 668)।

শুধু জান, মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তাই নয় বরং আচরণের ক্ষেত্রেও যেন মুসলিমরা তাদের প্রতি সদয় ও ন্যায়পরায়ণ হয়– এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করে নাই তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো জালিম (Al-Qurān 60:8-9)।

অমুসলিমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড় একটি অংশ, যারা আহলে কিতাব হিসেবে বিবেচিত তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারেও স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বৈধতা প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল; এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মাহর প্রদান কর বিবাহের জন্য- প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয় (Al-Qurān 5:5)।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম যিম্মীদের সকল প্রকার অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের ভূমি অধিগ্রহণ ও তাদের দাস বানানোকেও নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। তাদের সম্পত্তি ভোগ, বণ্টন, দান, ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। রাষ্ট্র অহেতুক তাদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। কর ধার্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে সমতা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে করারোপ করতে হবে। নারী বা শিশু, অক্ষম বা বৃদ্ধ, স্থায়ীভাবে অসুস্থ বা দাস-দাসী, ধর্মযাজক বা উপাসনালয়ের কর্মচারী কারো উপরেই কর ধার্য করা যাবে না। এভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ বা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অন্য সকল অধিকারের মত ধর্মীয় অধিকারটিও সহনশীলতার সঙ্গে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সুনিশ্চিত করেছে ইসলাম। নিম্নে তাই 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার' সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের ব্যাপারে যে পরিমাণ উদারতার পরিচয় দিয়েছে পৃথিবীর কোনো ধর্ম বা মতবাদই তা দিতে পারেনি। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে, প্রত্যেককে তার নিজ অবস্থানে রেখে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার মাধ্যমে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। যেমন- ইসলাম নারী ও শ্রমিকের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে ঠিকই; কিন্তু সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নারীকে পুরুষের জায়গায় এনে অথবা শ্রমিককে মালিকের জায়গায় নিয়ে তাদের অধিকারের কথা বলেনি। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের অধিকারের ক্ষেত্রেও "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" এ টাইপের কোনো স্লোগান না তুলে বরং মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেককে তার আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। সূরা কাফিরূনে যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ –

বল, হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর। এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছ। এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার (Al-Qurān 109:1-6)।

ধর্মীয় অধিকার যেহেতু অমুসলিম জীবনের বড় একটি অংশ, নিম্নে তাই তাদের ধর্মীয় অধিকারের নানা দিক বিশদভাবে আলোকপাত করা হলো।

প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস লালনের অধিকার

ইসলাম অমুসলিমদেরকে যতগুলো ধর্মীয় অধিকার প্রদান করেছে প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস লালনের অধিকার তন্মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে অমুসলিমরা প্রকাশ্যে এবং নির্ভয়ে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে এবং তাদের সে বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন-

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

বল, সত্য (দ্বীন) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক (Al-Qurān 18:29)।

হিদায়াতের মূল চাবিকাঠি শুধু আল্লাহ তাআলার হাতে। তাই এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়া, হতাশ হওয়া বা জবরদস্তির কোনো সুযোগ ইসলাম রাখেনি। মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল হাকীমে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন-

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾

অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও (Al-Qurān 88:21-22)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন-

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলে অবশ্যই ঈমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? (Al-Qurān 10:99)

স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার

ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে, প্রকাশ্যে বা গোপনে ধর্ম পালনের অধিকার প্রত্যেকটি মানুষেরই মৌলিক অধিকার। এ অধিকার হরণ করার অর্থ হচ্ছে তার মানবিক অধিকার হরণ করা। এ প্রসঙ্গে গাজী শামছুর রহমান বলেন, "বস্তুত মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান, অনুশীলন, অনুষ্ঠান, ও পালন

পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি অধিকার হরণ করলে অন্যগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি অত্যন্ত ব্যাপক" (Rahmān 1994, 382)।

ইসলাম অমুসলিমদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে। একদিকে যেমন তাদেরকে কোনোরূপ ভয়ভীতি বা প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত নিজ নিজ ধর্ম চর্চা ও পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে, অন্যদিকে ধর্ম গ্রহণ বা পরিবর্তনের ব্যাপারেও তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। আল-কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে-

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

দ্বীন গ্রহণে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে (Al-Qurān 2:256)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে,

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়ছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে (Al-Qurān 76:03)।

অমুসলিমদেরকে ইসলাম তাদের ধর্ম পালনের ব্যাপারে কতটা স্বাধীনতা দিয়েছে তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। একবার উমর রা. একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন সে মহিলা বললো, আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে কেন নিজের ধর্ম ত্যাগ করবো? উমর রা. একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি; বরং পড়ে শুনিয়েছিলেন- "দ্বীন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই (Pānīpāthī 1997, 31)।

এক কথায় বলতে গেলে অমুসলিমদের ধর্ম কর্ম পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে স্বাধীনতা দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাস তা চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।

ধর্ম পালনে বিদ্বেষের শিকার না হওয়ার অধিকার

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে উমরা পালন তথা বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে না পারার পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবীদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের অনুকূল পরিস্থিতিতে কোনো মুসলিম তথা সাহাবী কর্তৃক যেন কোনো অমুসলিম ধর্ম পালনে বিদ্বেষের শিকার না হয় সে জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদায় ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ করে ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾

(হে মুমিনগণ) তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে (Al-Qurān 5:2)।

এ সূরারই অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার বজায় রাখো। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী (Al-Qurān 5:8)।

দেশে বা সমাজে যেন কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয় সে জন্য আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ- عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কোনো সম্প্রদায় যেন অন্যকোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ না করে। কেননা, শেষোক্ত সম্প্রদায় প্রথমোক্ত সম্প্রদায় হতে উৎকৃষ্টতর হতে পারে (Al-Qurān 49:11)।

প্রথম খলীফা আবু বকর রা.-এর খিলাফতের সময়ে মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তিকারী একজন নারীর দাঁত উপড়ে ফেলা হয়। আবু বকর রা. এ কথা জানতে পেরে গভর্নর মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে লিখেছিলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, মুসলমানদের দুর্নাম রটনা করে যে নারী ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াত, তোমরা তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে ফেলেছ। এ নারী যদি মুসলিম হয়ে থাকে তবে তার জন্য অভিশাপ ও তিরস্কারই যথেষ্ট ছিলো, তাকে নির্যাতনের চেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া উচিত ছিল। আর যদি সে 'যিম্মী' হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে তার শিরক (পৌত্তলিকতা)-এর মতো গুরুতর পাপ যখন বরদাশত করা হচ্ছে, সেখানে মুসলমানদের দুর্নাম আর তেমন কি! আমি যদি এ ব্যাপারে আগে তোমাদের সতর্ক করে থাকতাম তবে তোমাদের ঐ শাস্তির প্রতিফল ভোগ করতে হতো" (Tābārī N.D., 550)।

অনুরূপভাবে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরে ঘোষণা দেন,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ-

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু (Al-Qurān 12:92)। সুতরাং ধর্মীয় বিদ্বেষমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এর চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে!

উপহাস বা কুমন্তব্যের শিকার না হওয়ার নিশ্চয়তা

অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলাম অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোও এড়িয়ে যায়নি। তাই এমন সকল প্রকার কথা, কাজ ও বাচনভঙ্গিও মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার দ্বারা অমুসলিমরা কষ্ট পায়। এমনকি সম্বোধনের ক্ষেত্রেও তারা যেনো কোনোরূপ কষ্ট না পায় সে ব্যাপারেও ইসলামে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এমনকি অন্য ধর্মের উপাস্যদেরকে নিয়ে কোনোরূপ উপহাস বা কুমন্তব্য করতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন-

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে (Al-Qurān 06:108)।

বাড়াবাড়ি সকল জাতির জন্যই পরিত্যাজ্য

মুসলিমসহ সকল ধর্মাবলম্বীদেরকেই বাড়াবাড়ি পরিহারের আহবান জানিয়েছে ইসলাম। মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

সাবধান! তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে (An-Nāsāī 1986, 3057)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কট্টরপন্থীদের পরিণতি সম্পর্কে এভাবে ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ

কিতাব নিয়ে মতভেদের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে (Muslim N.D, 2666)।

চরম পন্থা বা বাড়াবাড়ি এবং পথভ্রষ্টতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহুদী খ্রিস্টান পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সীমা লঙ্ঘনের কারণে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সংশোধনের নিমিত্তে ঘোষণা করেন-

﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

বলুন, হে আহলে কিতাবরা! তোমরা কখনো নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। যে সকল সম্প্রদায় ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না (Al-Qurān 05:77)।

চরমপন্থা থেকে সতর্ক করতেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে আদ, সামূদ, কওমে নূহ, কওমে লুতসহ অসংখ্য জাতির ধ্বংসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

ধর্ম শিক্ষা দানের অধিকার

অমুসলিমদের অন্যান্য ধর্মীয় অধিকারের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রা. এ প্রসঙ্গে কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে, অমুসলিমরা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করার এবং নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব ধর্মের প্রচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তারা তাদের ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। অবশ্য তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করার সুযোগ দেয়া যাবে না (Rahmān, 2013, 197)।

ড. আহমদ আলী তার 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' বইয়ে অমুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রে চালু শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে।

তবে ইসলাম ধর্মীয় বই-পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা তাদের নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে" (Alī 2010, 32)। মোটকথা হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রেও অমুসলিমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

ধর্ম অনুশীলনের অধিকার

ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রেও ইসলাম অমুসলিমদের পূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। ইমাম আলাউদ্দীন আল কাসানী রহ. এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন,

وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، وَالصَّلِيبِ، وَضَرْبِ النَّاقُوسِ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ مَوْضِعٍ لَيْسَ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

যে সমস্ত এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত নয়, সেখানে যিম্মীদের মদ বা শূকরের মাংস বিক্রি অথবা ক্রুশের মিছিল বের করা অথবা শঙ্খ বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না, যদিও সেখানে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বসবাস করে (Al-Kāsānī 1986, 113)।

কারো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ নিয়ে চর্চা করাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। একবার সাইয়িদুনা উমর রা. নাগরিকদের খোঁজখবর নেয়ার জন্য বের হলেন। আচানক তিনি এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পেলেন। সন্দেহ ঘনীভূত হলে তিনি দেয়ালের উপর আরোহণ করে দেখলেন যে, ওখানে মদের পানপাত্র মজুদ আছে, আর তার সঙ্গে আছে এক নারী। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি মনে করেছিস যে, তুই নাফরমানি করতে থাকবি; আর আল্লাহ তাআলা তা ফাঁস করে দেবেন না? লোকটি উত্তর দিল, হে আমীরুল মুমিনীন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি অপরাধ করেছেন তিনটি। আল্লাহ তাআলা মানুষের গোপনীয় বিষয়সমূহকে অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি কিন্তু সে কাজটিই করে ফেলেছেন। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেয়াল টপকে। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের বাড়ি ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতিবিহীন প্রবেশ না করতে, আর আপনি অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করেছেন। একথা শুনে উমর রা. তার ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎ পথ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন (Rahmān, 2013, 199)।

তাই সহজেই অনুমেয়, ইসলাম ও মুসলিমরা সহনশীলতা তথা পরধর্ম সহিষ্ণুতার প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছে। আর দিবেই না বা কেন? যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না (Al-Qurān 02:134)।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে,

﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

যারা সৎপথ অবলম্বন করে তারা তো নিজেদেরই কল্যাণের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না (Al-Qurān 17:15)।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার

অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তবে মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ধর্মীয় উৎসবাদি পালনে বিধি-নিষেধ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র হলে সরকার চাইলে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতাও দিতে পারবে অথবা চাইলে কঠোরতাও আরোপ করতে পারবে। অবশ্য সর্বাবস্থায়ই তাদের উপাসনালয়ে সকল প্রকার ধর্মীয় উৎসব পালনের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

একবার উমর রা. কে কতিপয় মুসলিম প্রতিবেশী চার্চে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানালে তৎক্ষণাৎ তিনি বলেছিলেন, 'মসজিদে মুসলমানদের ইবাদত করার যতটুকু অধিকার আছে, তদ্রূপ চার্চে খ্রিস্টানদের উপাসনা করারও অধিকার আছে। কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ হবে কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। পরে খ্রিস্টানদেরকে উমর রা. বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মাধ্যমে মুসলমানদের নামাযের সময় ঘণ্টা না বাজানোর অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে তারা সাড়া দেন (Singh 1996, 77)।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম অমুসলিমদের কতখানি স্বাধীনতা প্রদান করেছে তাঁর স্বরূপ ফুটে ওঠে হীরা দখলের পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর ঘোষণায়। সেখানে তিনি অমুসলিমদের জান, মাল এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি ঘোষণা করেছিলেন : উৎসবাদি উপলক্ষে তাদেরকে 'নাকূস' বাজাতে এবং তাদের ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা করতে বাধা প্রদান করা হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রা. বলেন, "এ ঘোষণা খলীফা এবং তাঁর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে" (Chowdhury 2007, 63-64)।

ক্ষুণ্ন হওয়া অধিকার ফিরে পাওয়ার অধিকার

অমুসলিমদের অন্যান্য অধিকারের মতো ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তা ফিরে পাওয়ার পূর্ণ অধিকার ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসেও যার অসংখ্য জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার সাইয়িদুনা উমর রা.-এর খিলাফত আমলে একজন ইয়াহূদীর কিছু জমি কতিপয় মুসলিম অন্যায়ভাবে দখল করে সেখানে একটি মসজিদ স্থাপন করে। খলীফা একথা জানতে পেরে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন; এবং সে জমি উপর্যুক্ত ইয়াহূদীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন (Gōldzīhār,1959, 47)।

দ্বিতীয় উমর খ্যাত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রা. -এর আমলে একটি ঘটনা এরূপ- "দীর্ঘদিন থেকে দামিশকে একটি মুসলিম পরিবার একটি গির্জা জবরদখল করে রাখে। খ্রিস্টানরা যখন জানতে পারলো যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয রা. খলীফা হয়েছেন এবং উমাইয়া বংশের রাজতন্ত্রের পরিবর্তে খিলাফতভিত্তিক হুকুমত কায়েম হয়েছে, তখন তারা আমীরুল মুমিনীনের নিকট গির্জা ফেরত পাওয়ার আবেদন করে। খলীফা সেই মুসলমানদের ডেকে পাঠান। তারা এসে উপস্থিত হলে খলীফা তাদের নিকট প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞেস করেন। তারা বললো, 'দীর্ঘদিন থেকে এ গির্জা আমাদের অধিকারে রয়েছে'। একথা শুনে খলীফা বললেন, 'কিন্ত ইসলামী শরী'আত তোমাদের অমুসলিমদের উপাসনালয় দখল করে রাখার অনুমতি দেয় না। গির্জা খ্রিস্টানদেরকে ফেরত দিয়ে দাও।' অবশেষে খ্রিস্টানরা দীর্ঘদিন পর তাদের গির্জা ফেরত পেলো (Mōstōfā 2005, 308)।

খলীফা উমর রা.-এর যুগে মুসলমানরা হিমস দখল করেছিল। পরবর্তীকালে সামরিক প্রয়োজনে যখন হিমস থেকে মুসলমানদের সরে আসতে হলো, তখন মুসলিম সেনাপতি অমুসলিমদেরকে তাদের জিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের হেফাজত করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছি না, তাই তোমাদের অর্থের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। অধীন বা বিজিত দেশের নাগরিকদের অধিকারের প্রতি মর্যাদা দেয়ার এবং নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা ফেরত দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের গোটা ইতিহাস খুঁজলে একটিও পাওয়া যাবে না (Rahmān 2010, 32)।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অমুসলিমদের যে-কোনো প্রকার ধর্মীয় বা অন্যকোনো অধিকার অন্যায়ভাবে ক্ষুণ্ন হলে তা ফিরিয়ে দিতে মুসলিমরা বাধ্য।

ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ বা বর্জনের পূর্ণ অধিকার

ইসলামের সুমহান দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া সকল মুসলিমদের সাধারণ দায়িত্ব। কিন্ত এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও কারও উপর কোনোরূপ বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের সুযোগ ইসলাম দেয়নি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

দ্বীন গ্রহণে কোনো জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān 02:256)।

রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾.

অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও (Al-Qurān 88:21-22)।

রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া (Al-Qurān 16:82)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশনা অনুযায়ীই তাঁর দাওয়াতী মিশন পরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের মাঝেও আল-কুরআনের এ শিক্ষার বাস্তবতা ফুটে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলেরই দায়িত্ব ছিলো সত্যের আহ্বান জনতার নিকট পৌঁছে দেয়া। তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন,

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.﴾

তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই (Al-Qurān 36:17)।

অর্থাৎ তাদের দায়িত্বই ছিলো দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। জবরদস্তির কোনো সুযোগ ইসলাম তাদেরকে দেয়নি। একবার জনৈক সাহাবী স্নেহের বশবর্তী হয়ে স্বীয় পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং কুরআনের বাণী- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' পড়ে শোনান (Sāhādātūllāh 2018, 174)।

সর্বোপরি, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন,

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ-

সুতরাং তুমি তার দিকে আহ্বান করো ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না। বল, আল্লাহ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদের একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট (Al-Qurān 42:15)।

আইন ও বিচার বিভাগে ধর্মীয় অধিকার

অমুসলিমদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মের আলোকে বিচার গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾

তারা তোমার উপর কিভাবে বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর আদেশ আছে? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয় (Al-Qurān 05:43)।

﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

ইনজীল-অনুসারীগণ যেন, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই ফাসিক (Al-Qurān 05:47)।

সংখ্যালঘু অমুসলিমরা তাদের সমস্যা নিরসনে যেন ইসলামী আইনেরও দ্বারস্থ হতে পারে সে পথ উন্মুক্ত রেখে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবে অথবা তাদের উপেক্ষা করবে। তুমি যদি তাদের উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন (Al-Qurān 05:42)।

যিম্মীদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়সমূহে ইসলামী বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না। বরং তাদের নিজস্ব "ব্যক্তিগত আইন" বা "পারিবারিক আইন" দ্বারা নিষ্পত্তি হবে। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী যদি কোনো কাজ মুসলিমদের নিকট অবৈধ হয় আর তা অমুসলিমদের জন্য তাঁদের ধর্ম মতে বৈধ হয়, তাহলে অমুসলিমদেরকে তা করার অনুমতি দেয়া হবে। যেমন- তাঁদের মধ্যে যদি সাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ, মোহর ব্যতিরেকে বিবাহ, ইদ্দত চলাকালে দ্বিতীয় বিবাহ, কিংবা মাহরাম মহিলাদের বিবাহ করা জায়িয থাকে তবে তা তাঁদের ধর্মের নিয়মেই চালু থাকবে (Rahmān 2013, 197)। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল থেকেই সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এই বিধান চালু রয়েছে। হাসান বসরী রহ.-এর নিকট খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর এ বিষয়ক একটি প্রশ্ন এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَا بَالُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَرَكُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ، وَاقْتِنَاءِ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ: لِيُتْرَكُوا، وَمَا يَعْتَقِدُونَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُتَّبِعٌ وَلَسْتَ بِمُبْتَدِعٍ، وَالسَّلَامُ.

এটা কিরূপ ব্যাপার যে, খুলাফায়ে রাশিদীন যিম্মীদেরকে তাদের নিজেদের অনুসৃত রীতি অনুযায়ী মাহরামদের বিবাহ, মদ্যপান এবং শূকর খাওয়ার জন্য মুক্ত করে দিয়েছেন? হাসান বসরী রহ. উত্তরে বলেছেন, তারা (যিম্মীরা) জিযিয়া কর দিতে

সম্মত হয়েছে কেবল এজন্যই যে, তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী মুক্তভাবে থাকতে চেয়েছে। আপনার পূর্ববর্তীরা যা করে গেছেন, আপনাকে কেবল তার অনুসরণ করতে হবে। আপনাকে এ থেকে বিচ্যুত হতে হবে না অথবা নতুন কিছু করতেও হবে না (Sārākhsī 1993, 39)।

বিশিষ্ট ফকীহগণের মতে, যিম্মীদের মধ্যে থেকে উভয় পক্ষ যদি তাদের ঝগড়া-বিবাদ ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করে, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের ওপর শরী'আহ আইন কার্যকর করবে। ইসলামী রাষ্ট্রে ফৌজদারি ও অপরাধ সংক্রান্ত আইন মুসলিম ও অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ফলে এক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য করা যাবে না। যদি যিম্মীরা অপরাধ বা অন্যায় করে, তাদেরকেও মুসলিমদের ন্যায় একই প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। চোর মুসলিম কিংবা অমুসলিম যেই হোক, শাস্তিস্বরূপ তার হাত কেটে ফেলা হবে। অনুরূপভাবে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক, যেই ব্যভিচার অথবা হত্যা করুক আইন মাফিক তার বিচার করা হবে এবং ধর্মের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে পার্থক্য করা হবে না (Al-Mausū'ah 2003, 135)।

অবশ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ.ও অন্য কতিপয় ফকীহ ইসলামের নির্ধারিত শাস্তি 'রজম' থেকে অমুসলিমকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের বিষয়টি স্বধর্মাবলম্বীদের কাছে বিচারের জন্য প্রেরণের সুপারিশ করেছেন। দেওয়ানী আইনও মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শূকরের মাংস ভক্ষণ এবং মদপানের ব্যাপারে অমুসলিমগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ.

অমুসলিমদেরকে শূকর ও মদ ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে বাধা দেয়া যাবে না (Al-Kāsānī1986, V.7, 114)।

.. (وضمن) المتلف المسلم قيمتها.

যদি কোনো মুসলিম কোনো যিম্মীর মদ নষ্ট করে অথবা তার শূকরের ক্ষতিসাধন করে, তাহলে সে জন্য সে যিম্মীকে ক্ষতিপূরণ দেবে (Ibn Abedīn 1992, 209)।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের বিচার বিভাগীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রদান করা সম্পর্কে ডক্টর হামিদুল্লাহ বলেছেন,

আল কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৪২ থেকে ৪৮ নং আয়াতে বর্ণিত নির্দেশনামার ভিত্তিতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার খলিফাগণ প্রত্যেক অমুসলিম সম্প্রদায়কে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা ছিল, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কেবল ব্যক্তিগত মর্যাদার খাতিরেই নয় বরং জীবনের সব বিষয়েই; যেমন- দেওয়ানী, ফৌজদারী ও অন্যান্য বিষয়। ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাদের সময় আমরা সমকালীন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাই যে, মুসলিমদের সরকার খ্রিস্টান পুরোহিতদেরকে অনেক পার্থিব বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও প্রদান করেছিলেন। আমরা দেখেছি, আব্বাসী

খলীফাদের সময়ে খ্রিস্টান প্রধান পুরোহিত এবং ইহুদী বিচারক ছিলেন খলিফার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় মদীনার ইহুদীদের নিজস্ব বাইতুল-মিদরাস (ইহুদীদের উপাসনার সিনাগগ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ছিল।

নাজরানের (ইয়েমেন) খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিবাসীদের কেবল জান ও মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই প্রদান করেননি, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশপ ও অন্যান্য পুরোহিত মনোনয়নের বিষয়টিও তাদের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন (Chōwdhūry 2007, 44)।

উপাসনালয়ের নিরাপত্তা

অমুসলিমদের উপাসনালয়ের পূর্ণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে ইসলাম। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. লিখেছেন, "খেলাফতে রাশেদার সময় তাদের উপাসনালয়সমূহ স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তা না ধ্বংস করা হয়েছে এবং না এগুলোর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে" (Al-Ansārī N.D, 160)।

আবু বকর রা. তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রুদেশে জিহাদের জন্য পাঠাবার সময় তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, "(অমুসলিমদের) অর্থ অপহরণ করবে না, তসরুপ করবে না, প্রতারণা করবে না, শিশুকে কিংবা বয়োবৃদ্ধকে কিংবা নারীদেরকে হত্যা করবে না। খেজুরগাছ কাটবে না বা দগ্ধ করবে না। কোনো ফলের গাছ কাটবে না। গির্জা ধ্বংস করবে না, ফসল দগ্ধ করবে না (Rahmān 2013, 192)।

তাদেরকে নিজেদের উপাসনালয় সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতেরও সুযোগ দিয়েছে ইসলাম। যেমন সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অতীতে নির্মিত অমুসলিমদের উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস করা হবে না। এসব স্থান যদি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিধ্বস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো মেরামত অথবা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়েছে অমুসলিমদেরকে। কিন্তু এসব এলাকায় নতুন করে কোনো উপাসনালয় তৈরি করতে অনুমতি দেওয়া হবে না।

মূলকথা হলো, যে সমস্ত শহরে কেবল মুসলিমরাই বাস করে না, সেখানে এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ নেই। একইভাবে যেসব শহর ও নগর কেবল মুসলিম এলাকা হিসেবে পরিচিতি হারিয়েছে, সেখানে যিম্মীরা উপাসনার জন্য নতুন স্থাপনা তৈরি করতে পারে এবং প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার রাখে (Chōwdhūry 2007, 31)।

অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের ঐতিহাসিক দলিলপত্র

ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে ঘটে যাওয়া নানা চুক্তিপত্র, ঘোষণা ও সনদেও অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের প্রতি ইসলামের উদারতার দিকটি ফুটে ওঠে। যেমন- 'মীসাকুল মাদিনা' বা মদীনা সনদে যে সকল ঘোষণা ছিলো তন্মধ্যে অন্যতম অমুসলিম প্রতিবেশী ইহুদীদের প্রতি একটি ঘোষণা ছিলো এরূপ,

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

বনু আউফের ইহুদীরা মুমিনদের সঙ্গে একই উম্মাহ। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুমিনদের জন্য তাদের ধর্ম। তাদের আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। হ্যাঁ, তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করে সে নিজের এবং তার পরিবারের ক্ষতিসাধন করবে।

অন্যান্য সকল গোত্রের ইহুদীরাও বনু আউফের ইহুদীদের মত একই দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার প্রাপ্ত হবে। ইহুদীদের ধর্ম তাদের জন্য আর মুসলমানদের ধর্ম তাদের জন্য। (Ibn Kāthīr N.D., 225)।

অনুরূপভাবে নাজরানের খ্রিস্টানদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এরূপ :

﴿ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة مُحَمَّد النَّبِيّ رَسُول اللَّهِ عَلَى أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم. وغائبهم وشاهدهم وعيرهم وبعثهم. وأمثلتهم لا يغير ما كانوا عَلَيْهِ ولا يغير حق من حقوقهم. وأمثلتهم لا يفتن أسقف من أسقفيته. ولا راهب من رهبانيته. ولا واقه من وقاهيته عَلَى ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش. من سأل منهم حقا فبينهم النصف. غير ظالمين ولا مظلومين بنجران. ومن أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر ولهم عَلَى ما فِي هَذِهِ الصحيفة جوار اللَّه. وذمة مُحَمَّد النَّبِيّ أبدا حَتَّى يأتي أمر اللَّه ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مكلفين شيئا بظلم.﴾

নাজরান ও সংলগ্ন এলাকার (খ্রিস্টানদের) উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিরাপত্তা এবং তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতিশ্রুতি তাদের জীবন, ধর্ম ও ধন-সম্পত্তির জন্য সম্প্রসারিত করা হলো। উপস্থিত, অনুপস্থিত ও আশেপাশে রয়েছে এমন সবার ক্ষেত্রেই এসব প্রযোজ্য। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিংবা তাদের অধিকার বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় কোনোরূপ পরিবর্তনও আনা হবে না। কোনো বিশপকে পদ থেকে সরানো হবে না অথবা কোনো সন্ন্যাসীকে পৌরোহিত্য থেকে অপসারণ করা হবে না এবং তারা ইতঃপূর্বে কমবেশি যা কিছু ভোগ করতো তা আগের মতোই বজায় থাকবে। তাদেরকে নির্যাতন করা অথবা দাবিয়ে রাখা হবে না। জাহিলী যুগের রক্তের মূল্যও তাদের ওপর বর্তাবে না। তাদের ফসলের ওপর 'উশর' (এক-দশমাংশ)ও ধার্য করা হবে না অথবা সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদের ব্যবস্থাও তাদেরকে করতে হবে না ... (Bālājūrī 1998, 72)।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে উমর রা.-এর খিলাফত কালে যে চুক্তির উপর ভিত্তি করে জেরুযালেম মুসলিমদের নিকট সমর্পণ করা হয়েছিলো তন্মধ্যে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে তাদের গির্জাসমূহ ও ক্রুশের নিরাপত্তার কথা এবং

যারা ক্রুশ স্থাপন, প্রদর্শন ও তাকে সম্মান করে তাদের হেফাযতের নিশ্চয়তার কথা এবং ধর্মীয় বিষয়ে কোনোরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ না করার কথা উল্লেখিত ছিল।

অনুরূপভাবে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. শাম তথা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক দখল করার সময় যে ঘোষণাপত্র জারী করেছিলেন, তার একটি অংশ ছিলো এরূপ,

بسم اللَّه الرَّحْمَنِ الرحيم: هَذَا ما أعطى خَالِد بْن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أمانا عَلَى أنفسهم وأموالهم وكنائسهم.

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে। খালিদ বিন ওয়ালিদ দামেস্কের অধিবাসীদের জন্য যা নির্ধারণ করবেন তা এরূপ- যদি তিনি সেখানে প্রবেশ করেন, তবে তিনি তাদের জীবন, সম্পদ এবং গির্জার নিরাপত্তা বিধানের প্রতিজ্ঞা করছেন (Bālājūrī 1998, 124)।

এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে এমন আরো অসংখ্য ঐতিহাসিক চুক্তি, সনদ ও দলিল পত্র রয়েছে যেখানে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার প্রাপ্তির বাস্তব কিছু নমুনা

খিলাফতে রাশেদার যুগে

যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের শাসনামলে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গরূপে। যেমন- ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অমুসলিমদের ধর্মীয় ও অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারে তাদের মূলনীতিই ছিলো নিম্নরূপ :

* মুসলিম রাষ্ট্রের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেয়ার কারো অধিকার নেই।

* নাগরিক অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে মুসলমান ও তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

* ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে অন্যকোনো ধর্মের লোক যদি তাদের নিজ ধর্মের নিয়ম-নীতি পালন করতে চায় তবে তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে (Al-Kāsānī 1986, 113)।

এমনকি যুদ্ধের সময়ও সে যুগে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়, ধর্মগুরু, যুদ্ধরত নয়– এমন সকলেই মুসলমানদের থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকতেন। যেমন- সাইয়িদুনা আবু বকর রা. যখন জিহাদের জন্য কোনো দলকে কোথাও পাঠাতেন তখন এভাবে বলতেন, অমুসলিমদের অর্থ অপহরণ করবে না, তসরুপ করবে না, প্রতারণা করবে না, শিশুকে কিংবা বয়োবৃদ্ধকে কিংবা নারীদেরকে হত্যা করবে না। খেজুরগাছ কাটবে না বা দগ্ধ করবে না। কোনো ফলের গাছ কাটবে না। গির্জা ধ্বংস করবে না, ফসল দগ্ধ করবে না (Āl-Āsqālānī N.D., 234)।

এ ছাড়াও 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা'সহ উপরোক্ত বিভিন্ন পয়েন্টে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। খলীফা উসমান এবং আলী রা.-এর সময়েও অমুসলিমরা তাদের পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার পেয়েছিলেন।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে

উমাইয়া শাসনামলের প্রথম খলীফা মুয়াবিয়া রা. অমুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত উদারমনা ছিলেন। তার আমলে অনেক গির্জা, মন্দির ও উপাসনালয় সংস্কার করা হয়েছিলো। যোগ্য সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রের উচ্চপদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. অমুসলিমদের অধিকার রক্ষায় কতিপয় পন্থা বা নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি নীতি ছিলো- তাদের ধর্মে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা এবং তাদের ধর্মীয় স্থাপনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এভাবে আব্বাসীয় আমলেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ অধিকার বিদ্যমান ছিলো। আব্বাসীয় খলীফা মামুন সকল সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। খ্রিস্টানদের ১১,০০০ গির্জাসহ ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক উপাসনালয় তাঁর রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল (Alī 1986, 464)।

মুসলিম শাসনামলের স্পেনে

৭১১ খ্রিস্টাব্দে তারেক বিন যিয়াদ স্পেন জয় করার পর প্রায় আটশত বছর ধরে এ অঞ্চল মুসলিমগণ শাসন করে। দীর্ঘ শাসনামলে এখানে ইহুদী, খ্রিস্টান, রোমান সহ নানা ধর্মের অনুসারীদের অবস্থান ছিল, ছিল মসজিদ, চার্চ ও সিনাগগের মত অনেক উপাসনালয়। এ সময় মুসলিমদের নিকট ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্ম কোনো ভিনদেশি জোরপূর্বক অনুপ্রবিষ্ট ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়নি। অপরদিকে ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলিম শাসনের শুরুতে ইসলামকে বিড়ম্বনার কারণ মনে করত। মুসলিম শাসনের অধীনে তারা তাদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি ও ধর্ম-কর্ম অব্যাহত রাখতে পেরেছিল। খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে তাদের উপাসনালয়ে করতে পারত। এ শাসনামলে টলেডোর প্রাচীন সিনাগগে ধর্মীয় কার্যাবলি অব্যাহত ছিল। (Imāmūddīn 1965, 01)।

খ্রিস্টানরা তাদের ছেলেমেয়ে ও যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীন ছিল। স্পেনের তৎকালীন ধর্মীয় সহিষ্ণু পরিবেশ আফ্রিকা, ইরাক, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরকে স্পেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে স্পেন ইউরোপের একমাত্র ইহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হয়। নতুন নতুন শহরে অসংখ্য চার্চ ও সিনাগগ স্থাপিত হয়। সাধারণ ইহুদী-খ্রিস্টানরা নিরাপত্তা কর জিযিয়া দিত, কিন্তু তাদের ধর্মগুরুদেরকে জিযিয়া-খারাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। তাদের স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী পৃথক বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। তাদের নিজস্ব ধর্ম গুরু বা ধর্মযাজক ছিল যারা স্পেনের মুসলিম সরকারের প্রতিনিধিত্ব করত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যাবলি যেমন বিয়ে, তালাক, খাদ্য ভক্ষণ, সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি কার্যাবলি তাদের স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী প্রতিপালন করার সুযোগ তারা পেয়েছিল (Chejne 1974, 115)।

মুসলিম শাসনামলের ভারতে

৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ভারতের সিন্ধু দখল করার পর তিনি সেখানে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। এ সময় তাঁর নিকট স্থানীয় অমুসলিমরা তাদের উপাসনালয়গুলোতে তাদের পূজা-অর্চনা পরিচালনা এবং পুরাতন উপাসনালয়গুলো মেরামতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট এ সমস্যা সমাধানের জন্য চিঠি লিখেন। যেহেতু বিষয়টি তার কাছে একটু জটিল মনে হয়েছিল; কারণ এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল হিন্দু এবং বৌদ্ধ; আহলে-কিতাব তেমন কেউ ছিল না। তাই আহলে কিতাবদের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সে সম্পর্কে তার ধারণা থাকলেও মুশরিক এবং বৌদ্ধদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সে সম্পর্কে ধারণা ছিল না। তাই এ সমস্যা নিরসনে তিনি পত্র লিখলে জবাবে হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ লিখেছিলেন, 'তোমার পত্রখানা পেলাম। বর্ণিত ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। লোকেরা তাদের মন্দির মেরামতের জন্য তাদের সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। তারা যখন আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং খিলাফতের কর প্রদানের স্বীকারোক্তি ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন তাদের উপর আমাদের আর কোনো অতিরিক্ত চাহিদা থাকে না। কেননা তারা এখন যিম্মীর মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। তাদের জানমালের উপর আমাদের কোনো হঠকারিতা চলে না, এজন্য তাদের অনুমতি দেয়া যেতে পারে যে, তারা তাদের দেবতার উপাসনা করতে পারে এবং কোনো লোকের পক্ষে তাদের ধর্ম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন ও বিরোধিতা করা সঙ্গত হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই তাদের বাড়ি-ঘরে নিজেদের ইচ্ছামাফিক বসবাস করতে পারবে। অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হিন্দু সম্প্রদায়কে এতটাই ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন যে, হিন্দু সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ মন্দির-উপাসনালয়ে স্বাধীনভাবে উপাসনা করতে পেরেছিল। ভূমি মালিকগণ পুরোহিত ও মন্দিরসমূহকে পূর্বের মতোই ট্যাক্স দিতে পারতেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের নীতি ও ন্যায়পরায়ণতায় অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকটি শহর ও জনপদের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তার আমলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এতই ব্যাপক ছিল যে, তিনি যখন বন্দী হয়ে ইরাক প্রেরিত হন তখন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ তার জন্য ক্রন্দন করেছে। ভারত থেকে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ফিরে আসার পরে অন্যান্য মুসলিম শাসকদের সময়ও সংখ্যালঘুদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু ব্যাটালিয়ান ছিল এবং আমির মাসউদের কয়েকজন হিন্দু জেনারেলের নাম পাওয়া যায় (Ikrām 2004, 99-100)।

অনুরূপভাবে সুলতানী আমলেও অমুসলিমদের জীবন, সম্পদ, সম্মানসহ সকল রকম নিরাপত্তার জন্য জিযিয়া কর ধার্য করা হলেও সংখ্যালঘু মহিলা, শিশু ও সব ধর্মের বৃদ্ধ, পঙ্গু, অন্ধ এবং যারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু এ কর দিতে অসমর্থ তাদের জন্য এ কর মওকুফ ছিল। এমনকি মঠধারী সন্ন্যাসী, পুরোহিত, ধর্মযাজক

যারা জীবিকা অর্জন না করে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তাদেরকে কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল (Alīm 1999, 91-92)।

মুসলমানদের পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ের বিচারের কাজ মুসলিম আইন অনুযায়ী এবং অন্যান্য ধর্মের উক্ত বিষয়াদি তাদের স্ব-স্ব ধর্মের আইন অনুযায়ী সম্পাদন করা হত (Alīm 1999, 91-92)।

মুঘলদের শাসনব্যবস্থা নিরপেক্ষ ছিল। সকল মুঘল শাসকই অমুসলিমদের অন্য সকল প্রকার অধিকারের পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় অধিকারও যথাযথভাবে আদায় করেছিলেন। সম্রাট আকবর তাদের প্রতি জিযিয়া কর বিলোপ করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক সংখ্যালঘুকে সামরিক-বেসামরিক পদে নিয়োগ দিয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি সংখ্যালঘুদের উপর তীর্থকর উচ্ছেদ করেন এবং তাদেরকে নতুন নতুন উপাসনালয় তৈরি করার অনুমতি দেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব কখনো সংখ্যালঘুদের ধর্ম-কর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করেননি। আকবর ও তার পরবর্তী শাসকগণও জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম-কর্ম পালনে কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি (Alīm 1999, 109-110)।

মোঘল আমলে বাংলার সমাজ ধর্মীয় ভিত্তিতে মুসলমান ও হিন্দু এ দু-ভাগে বিভক্ত ছিল। হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দু সমাজ এবং মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিম সমাজ শাসিত হত। তাই উভয় সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়গুলো স্ব স্ব ধর্মের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত (Rōisūddin 1993, 556)।

ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। মুসলিম শাসকগণ তাদের ধর্মীয় বা অন্যকোনো ব্যাপারে কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম.এ রহিম বলেন, "মুসলমান শাসনকর্তাগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে, শিক্ষায় ও ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হয়" (Rōhīm 2008, 247)।

ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারা অব্যাহত ছিল। যদিও ব্রিটিশ আমলে কখনো কখনো ষড়যন্ত্রকারীরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি করে ফায়দা লোটার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পারস্পারিক গোলযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে ছিল। আর বর্তমাকালে যে রোজা এবং পূজা একসঙ্গে চলছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে এই বাংলাদেশ।

উপসংহার

অমুসলিমদের অন্য যে-কোনো অধিকারের চেয়ে ধর্মীয় অধিকারের বিষয়টি সর্বাধিক স্পর্শকাতর। কারণ ধর্মীয় দিক থেকে বিশ্বাস ও আদর্শগত পার্থক্যের কারণেই যেখানে পৃথিবীতে যুগে যুগে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ, সেখানে হস্তক্ষেপ করা বা নির্মূল করার মতো পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ঈমান (বিশ্বাস) ও আদর্শগত বিরোধী জনগণকে নিজেদের ঈমান (বিশ্বাস), আমল (কর্ম) বা আদর্শগত পরিপন্থী

কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই কঠিন ব্যাপারটিই একদম সহজ করে দিয়েছে যে জীবনাদর্শ তার নাম 'ইসলাম'। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে স্ব-স্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রম এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে যেই জাতি তাদের নাম মুসলমান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দেয়া অধিকারগুলো সম্পর্কে অমুসলিম তো বটেই, অনেক মুসলিমদেরও অজানা। ফলে আজ মুসলিমদের অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষীদের নিকট 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি একটি অত্যন্ত মুখরোচক শব্দে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলামিক স্কলার, দা'য়ী, লেখকসহ এ সম্পর্কে জ্ঞাত অন্য সকলেরই উচিত, ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনার্থে বিষয়গুলো জনসম্মুখে উপস্থাপন করা। পাশাপাশি সকল প্রকার মাদরাসাসহ (আলিয়া, কওমী ও অন্যান্য) স্কুল-কলেজে (ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে) এ সংক্রান্ত পাঠ চালু করা। তবেই আশা করা যায় যে, ক্রমান্বয়ে এ সংক্রান্ত ভুল ধারণা জনমন থেকে দূরীভূত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে তথা ইসলামের দেয়া অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm.

Abū Dāʿūd, Sulaymān ibn al-Ashʿath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī. 275 H. *Sunan.* Beirut: Al-Maktabatul Asriyah.

Al-Ansārī, Abū Yoūsūf Yāqūb ibn Ibrōhīm. N.D., *Al Khārāj*, N.P: Al Māktābātūl Ajhārīyāh Līttūrās.

Al-Bukhārī, Abū'Abdullah Muhammad ibn Ismā'īl. 1422 H. *Al-Jāmī al-Musnad al-Sahīh.* N.P: Daru Towkin Najah.

Alī, Dr. Ahmād. 2010. *Islāmi Rāstre O'mūlīm Nāgōrīker Odhīkār O Mōrjāda,* Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Kāsānī, Alāuddīn'Abu Bākār ibn Mās'ud ibn Ahmād. 1986. *Al-Bādāʿīus Sānāī fi-Tārtibis'sārāī.* N.P: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 2003. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

An-Nāsāī, Abū Abdūr Rahmān Ahmād ibn Sūaīb ibn Alī Al Khūrāsānī. 1986. *Sunan.* Hālāb: Maktabatu Matbuat Al-Islamīyah.

Bālkhī, Nīzāmūddīn & Ōthērs. 1310 H. *Fātwā ē Hīndīyā.* N.P: Dārūl Fīkr.

Chōwdhūry, Mūhāmmād Shōrīf. 2007. *Islāmē O'Mūslīmdēr Odhīkār,* Dhaka: Bangladesh Islamic Law Reserch & Legal Aid Centre.

Gōldzīhār, Ignāc. 1959. *Intrōductīōn tō Islamīc Theōlōgy & Lāw.* Cairo: Dārūl Kūtūbil Hādisāh.

Mōstōfā, Mūhāmmād Gōlām, 2005. *Bīssō-sāntī Ō Mānōbādhīkār Prōtīsthāy Mōhānōbī Hāzrāt Mūhāmmād Sm.,* Dhaka: Īslāmīc Fōūndātīōn Bānglādēsh.

N.A. 1974. *Mākārīmūl Akhlāq.* Lāhōrē: N.P.

Nīsāpūrī, Muslīm ibn Hājjāj. N.D., *Al-Mūsnād As-Sahīh Al-Mūkhtāsār.* Beirut: Daru Ihyai Tiras Al-Arabi.

Pānīpāthī, Kāzī Sānāūllāh. 1997. Tāfsīrē Māzhārī. Translated by Mawlana Muhammad Mohsin. Narayanganj: Hākīmābād Khānkā ē Mōjāddēdīā.

Rahmān, Gāzī Sāmchūr. 1994. *Manobadhikarer Vasso*. Dhaka: Bangla Academy.

Rahmān, Dr. Mūhāmmād Nōzībūr, 2010, " Islame Sarbojonin Manobadhikar: Prekkhit Omuslim Odhikar" *Islami Ain O Bichar,* 03:10, 32.

Rahmān, Dr. Mūhāmmād Nōzībūr, 2013, "Sonkhaloghu Somprodayer Nagorik Odhikar O Islami Shoriat" *Islamic Foundation Potrika,* 53:01, 198.

Sābīk, Sāī'īd, 1977, *Fīqʿhūs Sūnnāh*. Beirut: Dārūl Kītāb Al-ārābī.

Sāhādātūllāh, Mōhāmmād. 2018, "Islame Dhormio Sadhinota, Shorioter Nirdeshona Ebong Bastob Dristanto" *Islamic Foundation Potrika,* 57:04, 175.

Sālāhūddīn, Mūhāmmād. 2001. *Islāmē Mānōbādhīkār.* Translated by Mūhāmmōd Abūt Tāwām & Mūhāmmōd Abū Nūsrōt Hēlālī. Dhaka: Adhunik Prokashoni.

Sārākhsī, Mūhāmmād ibn Ahmād. 1993. *Al-Mābsūt,* Bairut: Darul Marifah.

Sīng, Dr. N.K., 1996, *Peāce Thrōugh Nōn-vīōlēnt Actīōn in Islām,* Delhi: Adām Pūblīshērs & Dīstrībutors.

Tābārī, Ībn Jārīr. N.D., *Tārīkhūl-Ūmām.* N.P: N.P

Wājārātūl Awkōf Wāssūnūn Al Islāmīyāh – Kūwāīt. 1427H. *Al-Māōsuātūl Fīqhīyā*. Kūwāīt: